C68

6 AUG 1987

দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ... ৬

ঢাকাঃ রোববার, ৩০ শ্রাবণ, ১৩৯৪

ভাল শিক্ষক হতে হলে

আ, শ, ম বাবর আলী এমএ, বিএড

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক সে মেরুদণ্ডের স্রষ্টা। তাই সমাজে এবং দেশে শিক্ষকের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি সভ্য এবং উন্নতিশীল সমাজ এবং দেশ গঠনে শিক্ষকরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরাই জন্ম দেন সভ্য এবং দায়িত্বশীল নাগরিকের। তাই তাঁদের অন্য নাম 'মানুষ গড়ার কারিগর'।

একটি জাতির সার্বিক উন্নতি প্রধানত নির্ভর করে সে দেশের সাধারণ নাগরিকের সুশিক্ষার ওপর। বলাবাহুল্য, এই সুশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল সে দেশের সুশিক্ষকের ওপর। ভাল শিক্ষকের অভাবে সে দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যায়। আর তাতে করে দেশের গোটা মেরুদণ্ডটাই পংগু হতে বাধ্য। তাই একটি দেশের বা সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য দেশে ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য তাঁকে বিশেষে কয়েকটি গুণের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পেশায় আস্থাঃ
আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, আপন পেশার প্রতি শিক্ষকের আস্থার অভাব। অধিকাংশই কোথাও কোনো চাকুরীতে নিযুক্তির সুযোগ না পেয়ে আপততঃ কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতার পেশাটিকে গ্রহণ করে থাকেন। তার পর কিছু দিন পর অন্য কোনো চাকুরীর সুযোগ পেয়ে এ পেশা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় চিরদিনের মত। অবশ্য এ পেশাটির প্রতি তাদের আস্থাহীনতার যে কিছু সংগত কারণ নেই, তাও নয়। কিন্তু এ পেশাতে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে শিক্ষাকতার দুর্বল দিকগুলি সম্পর্কে তাঁকে পুরোপুরি জ্ঞাত হতে হবে। সবকিছু জানার পর আস্থা সৃষ্টি না হলে উক্ত পেশা বা চাকুরী গ্রহণ করা কিছুতেই তাঁর উচিত নয়। কারণ, পেশার প্রতি আস্থাহীন মন নিয়ে যত চেষ্টাই তিনি করুন না কেন, কি কছুতেই তিনি একজন ভাল শিক্ষক হতে পারবেন না। তাই একজন ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য সবকিছু প্রতিকূলতার মধ্যেও আপন পেশার প্রতি তাঁকে গভীরভাবে আস্থাশীল হতে হবে।

সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানঃ
বর্তমান যুগটা হচ্ছে প্রগতির যুগ। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির। এ পরিবর্তন ঘটছে নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে। একদিনের ঘটনা পুরাতন হয়ে যাচ্ছে পরের দিন। জন্ম নিচ্ছে আবার নতুন ঘটনা। সব ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষকের পুরোপুরি জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, একমাত্র শিক্ষকেরই কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষকদের মত এত সহজে বাইরের পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা থেকে সমকালীন ঘটনা থেকে জ্ঞান লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক সময় নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থেকে শিক্ষকের অদক্ষতাই প্রমাণিত হয়।

চরিত্রবানঃ
চরিত্র মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। একজন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি হয়তো শুধুমাত্র একটি গৃহ বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু একজন অসচ্চরিত্র শিক্ষক একটি গোটা দেশ, তথা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, শিক্ষকের চারিত্রিক আদর্শেই আদর্শায়িত হয়ে ওঠে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা। চরিত্র ভ্রষ্ট শিক্ষকের ছাত্র-ছাত্রীও চরিত্র ভ্রষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই। আর চরিত্রবান শিক্ষকের ছাত্র হয়ে ওঠে দেশ আর জাতির অমূল্য সম্পদ। তাই 'সুচরিত্র' একজন ভাল শিক্ষকের বড় সম্পদ। গর্বের বস্তুও বটে।

[illegible] প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানঃ
[illegible] দেখা যায়, উচ্চ ডিগ্রীধারী [illegible] উ ভাল শিক্ষক হতে [illegible] প্রক্রিয়া সম্পর্কে [illegible] নিজে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। এই জানানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এজন্য শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ বিশেষ সহায়ক।

সহযোগিতামূলক মানসিকতাঃ
অসহযোগিতামূলক মানসিকতা যে কোন কার্যসিদ্ধির পথে বিশেষ অন্তরায়। সহযোগিতার অভাবে অনেক দক্ষ শ্রমও পণ্ড হয়ে যায়। তাই এদিকটার প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, স্থানীয় জনসাধারণ এবং অন্যান্য সবার সাথে তাঁর সহযোগিতামূলক মানসিকতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাল শিক্ষক হওয়ার পথে এটি একটি প্রয়োজনীয় পাথেয়।

নিরপেক্ষতাঃ
শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের ফলে অনেক সময় অনেক মূল্যবান প্রতিভা অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই শিক্ষককে সব সময় হতে হবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। ছাত্রের পারিবারিক প্রতিপত্তি নয়, তার প্রতি ভাই হবে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। কম প্রতিভাধারী ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে অবহেলিত হবে না। তাঁর স্নেহদৃষ্টি সবার প্রতি সমানভাবেই বর্তমান থাকবে। সব সময় তাঁকে মনে রাখতে হবে, তিনি একজন শিক্ষক এবং শ্রেণীকক্ষে সবাই তাঁর ছাত্র। শিক্ষকের হৃদয় দৃষ্টিতে সকল ছাত্রই সমান। একজন শিক্ষক এ পবিত্র সত্যটাকে মনে রাখতে পারলে তা তাঁর ভাল শিক্ষক হওয়ার পথে বিশেষ সহায়ক হবে।

সহনশীলতাঃ
অনেক সময় শিক্ষাঙ্গনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এমন সব অবাঞ্ছিত ও পীড়াদায়ক ঘটনা এবং পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা, সহ্য করা শিক্ষকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। চঞ্চলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশিক্ষিত জনগণের অজ্ঞতা থেকেই এসব অশুভ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহনশীল মনের পরিচয় দিতেই হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, যেহেতু অপরিণত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের মন সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধিও পরিবর্তন সাপেক্ষ; সেহেতু সহনশীলতার মাধ্যমে মনস্তাত্বিক উপায়ে তার মোকাবিলা করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এসব ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে ভাল শিক্ষক হওয়া তো দূরের কথা, আসল পেশা থেকে ছিটকে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়।

মনস্তাত্বিক জ্ঞানঃ
প্রত্যেকটি ভাল শিক্ষককে হতে হবে এক একজন দক্ষ মনস্তাত্বিক। উপরোক্ত সমস্যাটি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য সমস্যাসমূহ তাকে মনস্তাত্বিক উপায়েই সমাধান করতে হবে। এমনকি শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান কার্যেও তাকে মনস্তত্বের আশ্রয় নিতে হবে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীরা কি চায়, মনস্তাত্বিক উপায়ে তা তাঁকে জানতে হবে। তারপর অনুরূপভাবেই আবার তা তাঁকেই সমাধান করতে হবে। শিক্ষকের এই জ্ঞানের অভাব পদে পদে তাঁর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে বাধ্য।

ছাত্র-দরদীঃ
ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভালবাসার অভাব কোনো শিক্ষকেরই যোগ্যতা দান করতে পারে না। ভালবাসা দিয়ে শিক্ষার্থীদের হৃদয়কে জয় করতে না পারলে কিছুতেই তারা সেই শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। সে শিক্ষকের কোন রকম শাসনকেও তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারবে না। হয়তো [illegible] কোনো কোনো ক্ষেত্রে [illegible] হয়ে [illegible] অপরদিকে ছাত্র-দরদী শিক্ষকের যে কোনো শাসনকেই তারা আশীর্বাদ বলেই হাসিমুখে বরণ করে নেবে। কারণ কবির ভাষায়—'শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে।' তাই এ একজন ভাল শিক্ষককে সব সময়ই হতে হবে ছাত্র-দরদী হৃদয়ের অধিকারী।

প্রতিষ্ঠান-দরদীঃ
শিক্ষক যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের যে কোন রকম উন্নয়নের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তাঁকে মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানটি তাঁর গোটা পরিবারেরই একটি অংশ এবং প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি তাঁর পরিবারেরই উন্নতি। তাই এর স্বার্থে প্রয়োজনবোধে কোন কোন সময় তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কিছু ক্ষতিকেও তাঁকে বরণ করে নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ না থাকলে তিনি হয়তো একজন বেতনভোগী চাকুরে হতে পারবেন, কিন্তু একজন ভাল শিক্ষক কিছুতেই হতে পারবেন না।

পরিচ্ছন্নতা প্রিয়ঃ
'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।' এটা ধর্মের কথা। দেহ এবং পোষাকের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা না থাকলে মনের মধ্যেও সহজে পরিচ্ছন্নতা আসে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এ গুণটির অধিকারী হতে পারে সে দিকে শিক্ষকের সব সময় নজর রাখতে হবে। এর জন্য তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি নিজে পরিচ্ছন্ন না থাকলে হাজার রকমের বাহ্যিক বুলিতে তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। বরং তা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হাস্যাস্পদই হয়ে উঠবে। তাই একজন শিক্ষককে তাঁর আচার-ব্যবহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছদে সব সময় পরিচ্ছন্নতার ছাপ রাখতে হবে।

পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাঃ
একজন শিক্ষক যেমন পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন। তাঁর চাকুরী ক্ষেত্রের পরিবেশ তদনুরূপ নাও হতে পারে। হয়তোবা হতে পারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র সেখানকার আবহাওয়া সাধারণ মানুষের আচার-ব্যবহার এবং জীবন-যাত্রা। এসব নতুন পরিবেশের সাথে সহজভাবে নিজকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। তা না হলে তাঁর শিক্ষাদান কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবে।

শিক্ষার্থীদের শ্রেণী-পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞানঃ
একটি শ্রেণীতে পাঠরত প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতিভাই সমান হতে পারে না। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে পাঠদান করেন সকল ছাত্র-ছাত্রীই তা সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ গ্রহণ করার ক্ষমতা সবারই সমান নয়। শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার এ শ্রেণী-পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষকের সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এবং সেই পার্থক্য অনুসারে এমনভাবে তিনি শিক্ষাদান করবেন, যাতে করে সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর শিক্ষাদান থেকে সমভাবে উপকৃত হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিভার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব শিক্ষকের শিক্ষদান কার্যে সার্থকতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রগতিশীল মনঃ
বর্তমান বিশ্ব প্রগতিশীল। তাই শিক্ষকের মনও প্রগতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। রক্ষণশীল মন সভ্যতার পরিপন্থী। তাই সব রকম রক্ষণশীলতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রগতিশীল মন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রগতিশীল করে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলা একজন ভাল শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষাদানকালে শিক্ষকে [illegible] ঘটলে তা হবে সমাজ এবং দেশের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ।

সময় নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতাঃ
সময় মূল্যবান সম্পদ। একবার তা হারালে জীবনে কোনোদিনই আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষককে সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যকালে এদিকটার প্রতি তাঁর খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সব রকম নিয়ম-কানুনের প্রতি তাঁকে অনুগত থাকতে হবে। নইলে প্রশাসন ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে তার পরিণতি ভয়ানক হতে পারে।

দলাদলি মুক্তঃ
শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির পরিণতি প্রায় ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এর ফলে গোটা প্রতিষ্ঠানটিই হয়ে পড়ে একটা স্বার্থসিদ্ধির আগার। এর ফলে শিক্ষার পরিবেশ সেখান থেকে বিদায় তো নেয়ই; অনেক সময় প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষককে সব সময় দলাদলি মুক্ত হতে হবে। তা না হলে উক্ত দলাদলি তাঁর দক্ষতা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

নিয়মিত অধ্যয়নঃ
নিয়মিত সাগ্রহ অধ্যয়ন ছাড়া কেউ-ই ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। শ্রেণীকক্ষে যেটা তিনি শিক্ষা দেবেন, আগে থেকেই অধ্যয়নের মাধ্যমে সেটা সম্পর্কে তাঁর পুংখানুপুংখ জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কারণ, শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। তাই প্রতিটি দিন শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার আগে নিয়মিত অধ্যয়ন তাঁর ভাল শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জনের পথে বিশেষ সহায়ক। ইংরাজীতে একটা কথা আছে —'A good teacher should be a good student.'— অর্থাৎ একজন ভাল শিক্ষক হতে হলে তাঁকে একজন ভাল ছাত্রের মতো (অধ্যয়নশীল) হতে হবে।

প্রফুল্ল চিত্তঃ
একজন শিক্ষকের চিত্ত সদা প্রফুল্ল থাকা প্রয়োজন। কারণ, গম্ভীর ও বিষাদময় চিত্তের অধিকারী শিক্ষকের কোনো কথাই শিক্ষার্থীরা সহজ-স্বাভাবিক প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর কোনো আবেদনই ছাত্রদের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হবে না। তাই তা যতো মূল্যবানই হোক না কেন। অপরপক্ষে প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী শিক্ষকের প্রতিটি কথা এবং আচার-ব্যবহার সহজেই শিক্ষার্থীদের মনে রেখাপাত করে এবং সহজেই তা তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

কঠোর ব্যক্তিত্বঃ
একজন ভাল শিক্ষককে কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। যার কাছে নত হবে সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় জনসাধারণের সবরকম অশুভ চাঞ্চল্য এবং অহমিকা। শ্রদ্ধায় নত হবে সবার শির। ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি মাত্রই সকলের অবহেলা আর উপহাসের পাত্র। আদর্শ বলতে তার কিছুই থাকে না। তাই একজন ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষক কিছুতেই একজন ভাল শিক্ষক হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন না।

একজন শিক্ষক যদি উপরোক্ত গুণগুলির অধিকারী হতে পারেন, তাহলে মোটামুটিভাবে তিনি একজন 'ভাল শিক্ষক' হিসেবে গণ্য হয়ে নিজকে নিয়ে গর্ব করতে পারবেন। যেহেতু শিক্ষকরা 'মানুষ গড়ার কারিগর' হিসেবে খ্যাত, সেহেতু একজন 'ভাল শিক্ষক' হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য তাঁকে যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সাধনায় ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। সে প্রয়োজনীয়তা দেশ এবং জাতির মেরুদণ্ডকে আরও অধিকতর সুঠাম এবং মজবুত [illegible]